যুগান্তর

তারিখ ... 02. SEP. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২১ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষক-শিক্ষার্থী আছে নেই স্কুল ভবন

এটিএম নিজাম, *কিশোরগঞ্জ ব্যুরো*

বিদ্যালয়ের নাম চং নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এ বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক থাকলেও নেই চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড, নেই বিদ্যালয় ভবন, নলকূপ ও শৌচাগার। ক্লাস বসে গ্রামের সামাজিক সংগঠনের কার্যালয় কিংবা বসতবাড়ির বারান্দায় বারান্দায়। ২০১২ সালের জুন মাসে ভাঙনের তাণ্ডবে বিদ্যালয় ভবন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, নলকূপ এমনকি প্রতিরক্ষা দেয়ালসহ পুরো বিদ্যালয় ভবন কমপ্লেক্সই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ দীর্ঘ তিন বছর পরও নতুন বিদ্যালয় ভবন স্থাপনের কোনো উদ্যোগ নেই। আর এ কারণে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ভোগান্তি নেমে এসেছে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার হাওর অধ্যুষিত সুতারপাড়া ইউনিয়নের এ বিদ্যালয়টির শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা ও গ্রামবাসীরা এ অমানবিক পরিস্থিতি থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

১৯৬৬ সালে প্রমত্তা ধনু নদীর তীরে অবস্থিত চং নোয়াগাঁও গ্রামে এ বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। এ পশ্চাৎপদ জনপদে শিক্ষার আলো ছড়ানোর একমাত্র প্রতিষ্ঠান এটি। সরকার যখন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে সব শিশুকে এ শিক্ষার আওতায় আনতে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে তখন এ বিদ্যালয় ভবনের অস্তিত্বহীনতার কথা ভাবতে অবাক লাগে বৈকি। সোমবার দুপুরে সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, 'রাঙামাটি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামে একটি সামাজিক সংগঠনের ভবনের মেঝেতে উপুড় হয়ে বসে চং নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা দিচ্ছে। এ সময় প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, এ স্কুলে ২৮৮ জন শিক্ষার্থী ও ৪ জন শিক্ষক রয়েছে। বিদ্যালয় ভবন, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ এমনকি নলকূপ ও ল্যাট্রিন না থাকায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার দিনে দিনে কমে আসছে। বর্তমানে ওই সামাজিক সংগঠনটির ভবন এবং গ্রামের বিত্তশালীদের ভবনের বারান্দাই এখন স্কুলের ক্লাস কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ওয়াহেদ আলী ভূঁইয়া জানান, এ যুগেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অভাবে মানুষের বাড়ির বারান্দায় বারান্দায় কিংবা ক্লাবঘরে স্কুলের কাজ চালানোর কথা ভাবাই যায় না। অথচ এখানে তাই হচ্ছে। ৩ বছর ধরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আছে-নেই বিদ্যালয় ভবন, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ। নেই মাঠ, নলকূপ ও ল্যাট্রিন।